যুগান্তর

ঢাবিতে ছাত্রদলের ওপর ছাত্রলীগের হামলা

ছাত্রদলের কমিটির কার্যক্রমে আদালতের নিষেধাজ্ঞা * তিন সাংবাদিকসহ আহত ২০ * এটা রাজনীতির জন্য অশনিসংকেত -মির্জা ফখরুল * হামলায় ছাত্রলীগ সাংগঠনিকভাবে জড়িত নয় -সাদ্দাম

প্রকাশ : ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

ঢাবি প্রতিনিধি

ছাত্রদলের ওপর ছাত্রলীগের হামলা। ফাইল ছবি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের ওপর হামলা চালিয়েছে ছাত্রলীগ। সোমবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাকিম চত্বর, দোয়েল চত্বর ও টিএসসিতে দফায় দফায় হামলার ঘটনা ঘটে।

এতে অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। এর মধ্যে তিন সাংবাদিক রয়েছেন। গুরুতর আহত ১০ জন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

এ হামলার ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এবং ডাকসুর ভিপি নূরুল হক নূর।

তবে এ ঘটনার বিষয়ে ওয়াকিবহাল ছিল না বলে দাবি করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ।

হামলায় আহতরা হলেন- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের যুগ্ম সম্পাদক মো. শাহনেওয়াজ, ডাকসুর এজিএস পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মো. খোরশেদ আলম সোহেল, মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলের যুগ্ম আহ্বায়ক কামরুল ইসলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক জাকিরুল ইসলাম শাহীন, শহীদুল্লাহ হলের জিএস প্রার্থী মাহবুবুল আলম শাহীন, সূর্যসেন হলের যুগ্ম আহ্বায়ক ফিরোজ আলম, আতাউর রহমান, খন্দকার ফাহিম, সাগর রহমান ও কর্মী শাহ আলম চৌধুরীসহ অন্তত ১৭ জন।

ঘটনার সংবাদ সংগ্রহের সময় হামলার শিকার হন স্টুডেন্ট জার্নালের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক আনিসুর রহমান, প্রতিদিনের সংবাদের রাফাতুল ইসলাম রাফি এবং বিজনেস বাংলাদেশের আফছার মুন্না।

হামলার শিকার ও প্রত্যক্ষদর্শী কয়েকজন জানান, ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন শ্যামল সকালে নেতাকর্মীদের নিয়ে মধুর ক্যান্টিনে গিয়েছিলেন।

সেখান থেকে দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে হাকিম চত্বরে একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলকে সাক্ষাৎকার দিতে আসেন তিনি। এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সভাপতি সনজিত চন্দ্র দাস তার অনুসারীদের নিয়ে সেখানে যান এবং ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বলেন।

এর কিছুক্ষণ পর ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা টিএসসি সংলগ্ন ডাসে অন্য সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। এরপর ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নেতাকর্মীদের বিদায় জানিয়ে রওনা দিতেই সনজিতের অনুসারীরা রড, স্ট্যাম্প, লাঠিসোটা নিয়ে তাদের ওপর চড়াও হয়।

এতে ৫০ জনের মতো নেতাকর্মী সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। এর কিছুক্ষণ পর দোয়েল চত্বর এবং হাকিম চত্বরেও হামলার ঘটনা ঘটে। দলে দলে ভাগ হয়ে তারা ছাত্রদল নেতাকর্মীদের মারতে থাকে।

এর মধ্যে টিএসসির পশ্চিম পাশে এক নেতাকে মেরে অজ্ঞান অবস্থায় রাস্তায় ফেলে যায় তারা। টিএসসির বটতলার নিচেও একজনকে মারতে দেখা যায়। পরে ছাত্রলীগের নামে স্লোগান দিয়ে স্থান ত্যাগ করে হামলাকারীরা।

ভুক্তভোগী কয়েকজন জানান, ছাত্রলীগের স্যার এএফ রহমান হলের আপেল মাহমুদ, জসিমউদ্দীন হলের মহসিন আলম তালুকদার, সূর্যসেন হলের যুগ্ম সম্পাদক সৈয়দ শরিফুল ইসলাম শপু, সূর্যসেন হল ছাত্রলীগের সহসভাপতি রাইসুল ইসলাম, সূর্যসেন হল সংসদের ভিপি মারিয়াম জামান খান সোহান, জগন্নাথ হল সংসদের জিএস কাজল দাস, জসীমউদ্দীন হল সংসদের জিএস ইমামুল হাসান, জহুরুল হক হলের সহসম্পাদক হাসান রাহাত হামলায় অংশ নেয়।

ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন যুগান্তরকে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতির নির্দেশে ও নেতৃত্বে আমাদের ওপর হামলা করা হয়েছে।

হামলায় আমাদের ৩০-৪০ জন নেতাকর্মী আহত হন। এর মধ্যে ৭-৮ জনের অবস্থা গুরুতর। এমনকি আমাদের অনেকের বাইক, মোবাইল ও মানিব্যাগ পর্যন্ত ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে।

এদিকে সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ। ঘটনার পর শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি সনজিত চন্দ্র দাস এবং সাধারণ সম্পাদক সাদ্দাম হোসেন বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি অফিসে এসে ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেন। হামলায় অংশ নেয়ার অভিযোগ অস্বীকার করে সনজিত বলেন, আমি তখন লাইব্রেরির ওয়াশরুমে ছিলাম।

এ হামলার ব্যাপারে ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশনা ছিল না। আমি এবং সাধারণ সম্পাদক সাদ্দাম ঘটনার বিষয়ে ওয়াকিবহালও ছিলাম না। তবে ছাত্রলীগের কিছু অতি উৎসাহী কর্মী এসব ঘটনা ঘটিয়েছে। পর্যালোচনা করে তাদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক সাদ্দাম হোসেন বলেন, এ ঘটনায় আমি ‘লজ্জিত’। হামলায় ছাত্রলীগ সাংগঠনিকভাবে জড়িত নয়। কিন্তু ছাত্রলীগের কিছু কর্মী ঘটনায় জড়িয়েছে। যারা জড়িত তাদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেব।

এছাড়া হামলার ঘটনার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের উদ্দেশে সাতটি নির্দেশনা দিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ।

এ সব নির্দেশনার মধ্যে রয়েছে নেতাকর্মীদের অতি উৎসাহী পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে বিরত থাকা, আবাসিক হলগুলোতে গেস্টরুমের নামে অসৌজন্যমূলক আচরণ থেকে বিরত থাকা, বিশ্ববিদ্যালয়ে দায়িত্বরত সাংবাদিকদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় এবং সংবাদ প্রচারে সহযোগিতা, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখতে উচ্চস্বরে হর্ণ বাজিয়ে মোটরবাইক না চালানো, মোটরবাইক শোডাউন এবং রাতের বেলা সাংগঠনিক কর্মসূচির বাইরে মিছিল ও স্লোগান দেয়া থেকে বিরত থাকা।

হাসপাতালে নেতাকর্মীদের দেখতে মির্জা ফখরুল : বিকালে কাকরাইলে ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আহত নেতাকর্মীদের দেখতে যান বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

তিনি এ হামলার ঘটনাকে ‘রাজনীতির জন্য অশনিসংকত’ বলে উল্লেখ করেন। তিনি আহতদের কাছ থেকে ঘটনার বিবরণ শোনেন এবং চিকিৎসার খোঁজখবর নেন।

এ সময় সাবেক ছাত্রনেতা খায়রুল কবির খোকন, হাবিব-উন-নবী খান সোহেল, শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানী, শফিউল বারী বাবু, আবদুল কাদের ভুঁইয়া জুয়েল, শহিদুল ইসলাম বাবুল, ডা. রফিকুল ইসলাম, ছাত্রদলের নবনির্বাচিত সভাপতি ফজলুর রহমান খোকন, সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন শ্যামল তার সঙ্গে ছিলেন।

এর আগে বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী ও চেয়ারপারসনের বিশেষ সহকারী অ্যাডভোকেট শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস আহতদের দেখতে যান।

হাসপাতাল থেকে বের হওয়ার সময় বিএনপির মহাসচিব বলেন, এ হামলা শুধু ন্যক্কারজনকই নয়, এটা বাংলাদেশের রাজনীতির জন্য অশনিসংকেত। আমরা মনে করি, ছাত্রদলের ওপর এ হামলা গণতন্ত্রের ওপর হামলা।

আমরা এ হামলার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি এবং হামলার সঙ্গে জড়িতদের শাস্তি দাবি করছি।

বিএনপির নিন্দা ও প্রতিবাদ : ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের ওপর ছাত্রলীগের হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, এ হামলা আওয়ামী বাকশালী ছাত্রলীগের একদলীয় কর্তৃত্ববাদী শাসনের বহিঃপ্রকাশ।

রাষ্ট্র ও সমাজ থেকে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার মতো তারা শিক্ষাঙ্গনে গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখতে চায় না।

ডাকসু ভিপির নিন্দা : হামলার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন ডাকসু ভিপি ও বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক নূরুল হক নূর।

প্রক্টরের বক্তব্য : হামলার বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. একেএম গোলাম রাব্বানী বলেন, ঘটনাটি অপ্রত্যাশিত। কাউকে শারীরিকভাবে আঘাত করা কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। লিখিত অভিযোগ এলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেয়া হবে।

তিনি বলেন, ডাকসু নির্বাচনের পর যে বিরাজমান পরিবেশ, তা অব্যাহত রাখা সবার দায়িত্ব। প্রশাসন বিষয়টি দেখবে।

ছাত্রদলের কমিটির কার্যক্রমে আদালতের নিষেধাজ্ঞা : ছাত্রদলের নবগঠিত কমিটির কার্যক্রমের ওপর অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত।

একই সঙ্গে কমিটির কার্যক্রম কেন স্থগিত করা হবে না- এ বিষয়ে কমিটির সভাপতি ফজলুর রহমান খোকন ও সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন শ্যামলকে আগামী সাত দিনের মধ্যে কারণ দর্শাতে বলা হয়েছে।

সোমবার ছাত্রদলের সাবেক নেতা আমানউল্লাহ আমান নবগঠিত কমিটির কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আদালতে আবেদন করেন। আবেদনের শুনানি নিয়ে ঢাকার চতুর্থ সিনিয়র সহকারী জজ নুসরাত সাহারা বিথী এ আদেশ দেন।

জানতে চাইলে আদালতের সেরেস্তা সহকারী কামরুজ্জামান বলেন, বাদীপক্ষ (আমানউল্লাহ আমান) সোমবার আরেকটি নতুন পিটিশন দায়ের করেন। মূলত আগের পিটিশনের সঙ্গে এ পিটিশনটি সংযুক্ত করা হয়।

আগে দুটি সংগঠনসহ ১২ জনকে কারণ দর্শানোর জন্য বলা হয়েছিল। এবার নতুন করে ছাত্রদলের কমিটিতে স্থান পাওয়া দু'জনের নাম (সভাপতি ফজলুর রহমান খোকন ও সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন শ্যামল) ১৩ ও ১৪ নম্বরে যুক্ত করা হয়েছে।

নতুন কমিটি যেন কোনো কার্যক্রম পরিচালনা করতে না পারে, সে বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা চেয়েছেন আবেদনকারী। এর পরিপ্রেক্ষিতে নিষেধাজ্ঞা পিটিশনটি শুনানি না হওয়া পর্যন্ত নতুন কমিটির কার্যক্রমে স্থগিতাদেশ দিয়েছেন আদালত।

আদালত সূত্র জানায়, এর আগে ১২ সেপ্টেম্বর ছাত্রদলের কাউন্সিলের ওপর নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আমানউল্লাহ আমান একটি পিটিশন দায়ের করেন। পিটিশনের শুনানি নিয়ে আদালত ছাত্রদলের কাউন্সিলের ওপর অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা দেন।

একই সঙ্গে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীসহ সংশ্লিষ্টদের কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়া হয়। ২২ সেপ্টেম্বর তারা কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব আদালতে দাখিল করেন।

এর আগেই ১৮ সেপ্টেম্বর রাতে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাসের শাহজাহানপুরের বাসায় ছাত্রদলের শীর্ষ দু'পদের জন্য কাউন্সিলরদের ভোট হয়। পরদিন ভোরে ফলাফল প্রকাশ করা হয়।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : **সাইফুল আলম**, প্রকাশক : **সালমা ইসলাম**

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।

পিএবিএক্স : ৯৮২৪০৫৪-৬১, রিপোর্টিং : ৯৮২৪০৭৩, বিজ্ঞাপন : ৯৮২৪০৬২, ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৩, সার্কুলেশন : ৯৮২৪০৭২। ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৬

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৯ | এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।